বোধন

আজ তিনপুরুষ ধরে হরেন বাবু প্রতিমা গড়ছেন। হরেন্দ্র নাথ পাল, প্রৌঢ় মৃৎশিল্পী প্রতিমা গড়েন কেবল জীবিকার তাগিদেই নয়, এটাই তাঁর পরিচয়, তাঁর সত্ত্বা। আধুনিকতা ছোঁয়নি হরেন বাবুকে, তিনি বিশ্বাসী সনাতনী ভাবধারায়, নিয়ম নিষ্ঠা করে প্রতিমা গড়েন। সাধারণ মধ্যবিত্ত শিল্পীর অর্থাভাব প্রবল হলেও মাতৃ প্রতিমা গড়াকে ব্যবসা বলে ভাবতে পারেন না।

প্রতি বছর নিয়ম করে মহালয়ার দিন ভোরের আলো ফোটার আগেই গঙ্গা স্নান করে, মাতৃমূর্তির চক্ষুদান করেন, পাশে রেডিও টা চলে মৃদুস্বরে। প্রৌঢ়ের চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হতে শুরু করলেও তুলির টানে এতটুকু কমেনি মুন্সিয়ানা। এবছর শরীর টা বিশেষ ভালো নেই, তার সাথে রয়েছে নানান চিন্তা। ভোর হওয়ার আগেই সাড়ে তিনটে রাত্রে পৌঁছলেন গঙ্গার ঘটে, পবিত্র ডুবটা দিয়ে, ফিরে এলেন তাঁর ছোট্টো ভাঙাচোরা স্টুডিওতে। রেডিওর ব্যাটারি গুলো আগেরদিন রাতেই পাল্টে রেখেছিলেন, তুলি হাতে নিতেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন, আগে কখনো ঘটেনি এরকম। চোয়াল শক্ত করে এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে, রেডিওর ভলিউম তা সামান্য কমিয়ে আবার তুলি নিয়ে রঙের পাত্র বাঁ হাতে ধরলেন। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে ভেসে আসছে, ‘অশ্বিনের শারদ প্রাতের’ সুর, কিন্তু হরেন বাবু যেন ক্রমশ অবশ হয়ে পড়ছেন, তাঁর ডান হাতের তুলিটা তাঁকে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি এর আগে। হঠাৎ যেন চোখের মাঝে আঁধার দেখতে লাগলেন। তুলি, রঙের পাত্র নিমেষে ছড়িয়ে গেলো মেঝেতে ।

হরেন বাবু চশমার কাঁচটা মুছে দেখলেন, তাঁরই হাতে গড়া মাতৃ প্রতিমার মুখটা যেন হঠাৎ পাল্টে গেছে, নেই সেই স্মিত হাসি, নেই সেই মমতা, নেই সেই দৃঢ়তা, মাতৃ মুখে শুধুই যেন শুন্যতা, বিস্তীর্ণ শুন্যতা। চোখের কোনে যেন জমে আছে এক ফোঁটা অশ্রুকণা। মায়ের মুখটা যেন বড়ই চেনা তাঁর…. এ কি, এ কি ..... এ কি দেখলেন উনি, এতো তাঁরই একমাত্র মেয়ে পার্বতীর প্রতিচ্ছবি।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো হরেন বাবুর, এমন দুঃস্বপ্ন হঠাৎ দেখলেন কেন? সামনের অগ্রহায়ণেই বিয়ে পার্বতীর, পাত্র সরকারি চাকুরে, নিজেদের বাড়ি শ্রীরামপুরে। পার্বতী এবছর মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস্ করেছে, ইচ্ছে ছিল উচ্চ মাধ্যমিকে আর্টস নিয়ে পড়ার, তারপর দর্শনে অনার্স। কিন্তু হঠাৎ এমন ভালো সম্বন্ধ আসায় হরেন বাবু পিছপা হননি।মাত্র ১ লক্ষ টাকা বর পন চেয়েছে পাত্রপক্ষ, এই বাজারে এমন সম্বন্ধ ছাড়া মানে নিজের মেয়েরই ক্ষতি করা, এমনটাই ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু এমন দুঃস্বপ্নের মানে টা কি? ভোর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে হরেন বাবু ছুটলেন গঙ্গার ঘাটে ।

সকাল হতেই ব্যাংকে ছুটলেন হরেন বাবু, বর পনের ১ লাখ আর বিয়ের খরচ বাবদ জমা করা আরো ২ লক্ষ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করলেন মেয়ের নামে। বাড়ী ফিরে মেয়েকে ডেকে বললেন, উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফল করতে গেলে যদি তার প্রাইভেট টিউশন নিতে লাগে, তিনি ব্যবস্থা করবেন।

কাল মহালয়া, মাতৃপ্রতিমার চক্ষুদান করবেন হরেন বাবু। আজ রাতে কর্মশালা বন্ধ করার সময় দেখলেন মাতৃপ্রতিমার পশ্চাতে এক উজ্জ্বল জ্যোতি, প্রাণবন্ত হাসি দেবীর মুখে। বেশ হালকা অনুভব করলেন হরেন বাবু। হেঁটে বাড়ী ফিরতে ফিরতে শুনলেন কে যেন রাতেই মহালয়ার অডিওটা মোবাইল ফোনে বাজাচ্ছে। অকালবোধন! হাসলেন হরেন বাবু ...

* সম্রাট ধর